প্রথম আলো

28|9|2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

শিশুর শিক্ষা যেখানে পরম গুরুত্বের

আলী আসগর

শিশুর একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো তার ভবিষ্যৎ তার অতীতের তুলনায় অনেক বেশি দীর্ঘ। এর ফলে শিশুর ভাবনা ও বিশ্বাসের জগৎ, তার জীবনধারা, কল্পনা ও জ্ঞানের জগৎ, পুরোনো অভিজ্ঞতা. ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ দ্বারা অতোটা নিয়ন্ত্রিত নয়, যতোটা নিয়ন্ত্রিত সাম্প্রতিক ঘটনামালা, অব্যবহিত ঘটনাপ্রবাহ এবং ভবিষ্যতের ভাবনা ও কল্পনার দ্বারা। শিশু প্রতিদিন যা নতুন করে শিখছে তা তার সমস্ত জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার এক বড়ো ভগ্নাংশ বড়োদের তুলনায়। ফলে, শিশুর পরিবর্তনের হার দ্রুত, তার জড়তা কম। শিশুর ওপরে গতিশীলতার ও পরিবর্তনীয়তার প্রভাব নির্ভর করে প্রতিটি দেশে ও বিশ্বজুড়ে জীবনধারার যে রূপান্তরণ ঘটছে তার ওপরে।

গত কয়েক দশকে আমাদের সমাজে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এবং সাংস্কৃতিক জগতে যে পরিবর্তনগুলো ঘটেছে তার প্রভাব অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষার ওপর পড়বে। বস্তুত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীর ও ব্যাপক এক পরিবর্তনের ধারা সূচিত করেছে। বলা হয়ে থাকে, প্রতি ১০ বছরে মানুষের জ্ঞান দ্বিগুণ হচ্ছে; যদিও জ্ঞানের বৃদ্ধিকে পরিমাণগতভাবে নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। তবুও একথা সত্যি যে, প্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটন, সূক্ষ্মতর ও শুদ্ধতররূপে প্রকৃতির নিয়মগুলো জানার ফলে বিশ্বজগৎ, প্রকৃতি ও পরিবেশ, সেই সঙ্গে মানবপ্রজাতির আপন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানুষ জানতে পেরেছে অতি সম্প্রতি। যেমন এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরিণতি সম্পর্কে শুধু কাল্পনিক চিন্তা ও দার্শনিক ভাবনা নয়; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গাণিতিক হিসাব ও তত্ত্ব সৃষ্টির ভেতর দিয়ে অনেক মৌলিক প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট জবাব এখন পাওয়া যাচ্ছে। হিউম্যান জেনোম নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা প্রতিটি মানুষের জেনেটিক গঠন তিন বিলিয়ন ভিত্তিযুগলের নীলনকশার রহস্যোদ্ঘাটন করে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। কম্পিউটার উদ্ভাবনের ফলেই এই বিপুল তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে বলেই তথ্য বিপ্লবের এক নতুন যুগে আমরা উপনীত হয়েছি। জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োটেকনোলজি, কৃত্রিম উপগ্রহ, তন্তুকাচ, উচ্চতাপমাত্রার অতিপরিবাহী হৃৎপিণ্ডের স্থানান্তরণ— এ সমস্তই সাম্প্রতিক অর্জন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির। এইসব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন আমাদের খাদ্যোৎপাদন, যাতায়াত, তথ্য আদান-প্রদান, চিকিৎসা, আবাসন, বিনোদন— সবকিছুকে বদলে দিচ্ছে দ্রুত। ফলে আমাদের কর্মক্ষেত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, শক্তির উৎস ও সম্পদের ভিত্তি দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

পুরো মানবসভ্যতাকে প্রযুক্তির অগ্রগতির

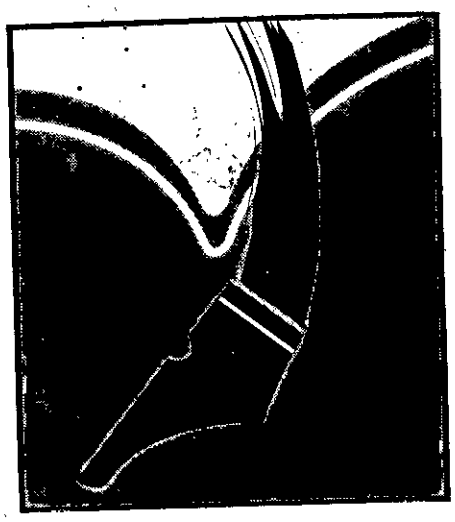

> একবিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে গভীরভাবে যে বিশেষ ক্ষেত্রে এই নতুন পরিবর্তন প্রভাব রাখবে তা হচ্ছে শিক্ষা। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা। এর কারণ জীবনধারা, উৎপাদন ব্যবস্থা, শক্তির উৎস, নির্মিত সামগ্রী, নির্মাণ কৌশল, নির্মাণ উপকরণ– সবকিছু দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে উদ্ভাবিত নতুন জ্ঞানের আলোকে।

ধারায় তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। যথা— কৃষি, শিল্প ও তথ্যের যুগ। ১০ হাজার বছর আগে যেখানে প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ মানুষ তাদের জীবিকার জন্যে কৃষিনির্ভর ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শিল্পবিপ্লবের ভেতর দিয়ে এর গুরুত্ব কমতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে উন্নত দেশগুলোতে শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের সংখ্যা কৃষিকাজে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যাকে অতিক্রম করে যায়। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে তথ্যবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার ভেতর দিয়ে মানুষের কর্মক্ষেত্র ব্যাপকভাবে দখল করে নিয়েছে তথ্যের জগৎ। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে দেখা যাচ্ছে জনবলের প্রধান অংশ নিয়োজিত তথ্য সৃষ্টি, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য সঞ্চারণ ও তথ্য সম্পর্কিত নানা কাজে।

একবিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে গভীরভাবে যে বিশেষ ক্ষেত্রে এই নতুন পরিবর্তন প্রভাব রাখবে তা হচ্ছে শিক্ষা। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা। এর কারণ জীবনধারা, উৎপাদন ব্যবস্থা, শক্তির উৎস, নির্মিত সামগ্রী, নির্মাণ কৌশল, নির্মাণ উপকরণ– সবকিছু দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে উদ্ভাবিত নতুন জ্ঞানের আলোকে।

অতীতে, জ্ঞানের বিকাশ যেখানে ঘটে অতি ধীর গতিতে, ফলে জীবনযাত্রাও ছিল স্থিতিশীল এবং কর্মক্ষেত্র অপরিবর্তী; সেখানে শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি একটি সুনির্দিষ্ট ধারা মেনে চলতে পারতো। জ্ঞানের দ্রুত বিকাশের এই যুগে ভবিষ্যতের জীবনযাত্রা ও কর্মক্ষেত্র অধিক পরিমাণে নতুন তথ্য ও উদ্ভাবননির্ভর হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে অনির্বচনীয়ও। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দ্রুত পরিবর্তনের প্রভাব বেশি গভীর ও ব্যাপক। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সময় থেকে দীর্ঘ শিক্ষাজীবন অতিক্রমণের পর যখন সে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে ততোদিনে জ্ঞানের ও কর্মের জগত দুই-ই বদলে যাবে বিপুলভাবে, যার সম্পর্কে অনুমান করাও দুঃসাধ্য। আগামী দিনে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের গুরুত্ব, নতুন জ্ঞানের আলোকে পুরোনো জ্ঞানের দ্রুত অব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠা, তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদানের ফলে প্রতিটি স্থানীয় ও দেশীয় প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার রূপ লাভ করার আবহে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মান আন্তর্জাতিক মান লাভের প্রয়োজনীয়তা ও প্রত্যাশা অর্জন করবে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ওপরে এসব আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি। কারণ বাংলাদেশ প্রধানত শিশুদের দেশ, বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার পরিসংখ্যানে। আর্থিকভাবে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হলেও জ্ঞানচর্চা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পে দীর্ঘ ঐতিহ্য, উন্নত ভাষার ঐশ্বর্য রয়েছে বাংলাদেশের। স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, অসাম্প্রদায়িক মানবিক ও আধুনিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা– এ সমস্তই বাঙালি জাতিকে অনুকূল পটভূমি দিয়েছে শিক্ষার ভেতর দিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ও প্রত্যাশা পূরণের। শিশুরা মানবজাতিকে সংযুক্ত করে ভবিষ্যতের সঙ্গে। আগামী দিনে শিক্ষাই যেহেতু প্রধান নিয়ন্ত্রক সভ্যতা ও সমৃদ্ধির; মানবিক সম্পর্ক, শান্তি, বুদ্ধিগত চেতনা ও উপলব্ধির; তাই আমাদের, সে অর্থে মানবজাতির, ভবিষ্যৎ কি তা নির্ভর করছে কেমনভাবে আমাদের শিক্ষার্থীদের আমরা প্রস্তুত করছি জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজনে।

ড. আলী আসগর : অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।